৭/৬/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

চট্টগ্রামে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে সহিংসতার নেপথ্যে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার উস্কানি

কামাল- পারভেজ, চট্টগ্রাম অফিস ॥ এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও সন্ত্রাসী এবার এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এবং অবাধ যাতায়াতের সুযোগ না পাওয়ায় গোলযোগ সৃষ্টির জন্য পরীক্ষার্থীদের উস্কে দিচ্ছে। এ কারণেই যে কোন সময়ের তুলনায় এবার চট্টগ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে সহিংস ঘটনা ঘটছে বেশি। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। খোঁজ নিয়ে একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগের ঘটনা ঘটেছে, এর সব পূর্বপরিকল্পিত। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সন্ত্রাসীরা পরীক্ষার্থীদের সংঘটিত করে ফুসলিয়ে ঘটনাসমূহ ঘটায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নজরেও বিষয়টি এসেছে। এবারের এইচএসসি'র গত তিনটি পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন এক গোয়েন্দা কর্মী জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন কেন্দ্রসমূহে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি ভণ্ডুল করার জন্য এ অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে। তিনি এক্ষেত্রে হাটহাজারী, বোয়ালখালি, লোহাগড়া, রাঙ্গুনিয়া, চন্দনাইশ উপজেলার কেন্দ্রসমূহের উদাহরণ দেন। ওসব কেন্দ্রে একটি বড় রাজনৈতিকদলের স্থানীয় নেতারা সহিংসতা ছড়ানোর ...গজাটি চালায়। এর মধ্যে বোয়ালখালি, লোহাগড়াতে যোগ দেয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরাও। এই সন্ত্রাসীরাই গোলযোগের সময় ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। তাছাড়া এবার আসন বিনিময় ব্যবস্থার কারণে অনেক কলেজের পরীক্ষার্থীরা অভ্যাসবশত নকলবাজি করতে না পারায় পরিবর্তিত কেন্দ্রে ভাংচুরসহ সহিংস ঘটনা ঘটায়। শহরের এমইএস কলেজের পরীক্ষার্থীরা ছিল এক্ষেত্রে শীর্ষে। নগরীর শীর্ষস্থানীয় একটি কলেজের এক শিক্ষক জনকণ্ঠকে বলেছেন, এবার যেভাবে গোলযোগ হয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রে, তা অতীতে অন্য কোন সময়ে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, অতীতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সন্ত্রাসীরা পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে দাপট বজায় রাখত। নকল সরবরাহ ছিল প্রকাশ্য বিষয়। এসব বিষয় নিয়ে বোর্ড কর্মকর্তা, বা প্রশাসনের কেউ উচ্চবাচ্য করতে পারত না। কিন্তু এসব কারণে এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ২৬টি কেন্দ্র বাতিল করে দেয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয় বিডিআর ও বিপুল সংখ্যক পুলিশ। তারপরও, সহিংস ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে এবারই সর্বোচ্চ সংখ্যক ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়। বোর্ড কর্মকর্তারা এবার নকল প্রবণতা হ্রাস পাবার কথা বললেও অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন কেন্দ্রসমূহে প্রথম তিনটি পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে দু'সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী। এদিকে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ হোসেন দফায় দফায় বিবৃতি দিয়ে বলছেন,